# পিসিকে মনিটর করার জন্য উইন্ডোজ ৭-এ শীর্ষ কয়েকটি গ্যাজেট

তাসনীম মাহ্মুদ

উইন্ডোজ ৭ অবমুক্ত হয় প্রায় দু'বছর আগে। উইন্ডোজ ৭-এর এমন অনেক ফিচার আছে, যেগুলো সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা খুব একটা জানেন না। ফলে এসব ফিচারের পুরো সুবিধা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, যেমন ডেস্কটপ গ্যাজেট। একই অবস্থা দেখা যায় ম্যাকের ড্যাশবোর্ড ওয়াইগেটের (Dashboard Widgets) ক্ষেত্রে। উইন্ডোজ ডেস্কটপ গ্যাজেটগুলো হলো ছোট অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে ডেস্কটপে এবং ডিসপ্লে করতে পারে লাইভ ডাটা, পারফরম করতে পারে সাধারণ ফাংশন। যেমন সার্চ বা পাসওয়ার্ড জেনারেশন বা অত্যন্ত অলক্ষিতে পিসির ভেতরে কাজ করতে থাকে।

প্রতিটি নতুন উইন্ডোজ ৭ সিস্টেম চালু করা হয় বেশ কিছু গ্যাজেট দিয়ে, যেগুলো প্রদর্শন করে ডায়নামিক ডাটা। যেমন টাইম, ওয়েদার এবং সাম্প্রতিক খবরের শিরোনাম ইত্যাদি। লক্ষণীয়, পাঁচ হাজারের বেশি গ্যাজেট রয়েছে যেগুলো রান করে তুচ্ছ জিনিস থেকে শুরু করে অপরিহার্য জিনিস পর্যন্ত সবকিছু। এসব গ্যাজেটের কয়েকটি এসেছে মাইক্রোসফটের কাছ থেকে, তবে বেশিরভাগ গ্যাজেটই রচিত হয়েছে থার্ড-পার্টি ডেভেলপারের মাধ্যমে এবং এগুলোর বেশিরভাগই ভিস্তা ও উইন্ডোজ ৭-এ কাজ করে। এগুলো মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ লাইভ গ্যালারি থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে রয়েছে আরো কিছু গ্যাজেট। যেমন গেমিং, অনলাইন নিলাম মনিটরিং। এর সাথে সমানতালে চলছে ই-মেইল ও সোশ্যাল মিডিয়া, মিউজিক প্লে করার জন্য ফাইল এনক্রিপটিং গ্যাজেট ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কিছু কিছু গ্যাজেট সিস্টেম মনিটরিংয়ের জন্য খুবই সহায়ক। এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে বেশ কিছু গ্যাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো কমপিউটার অপারেশনের সংশ্লিষ্ট মূল ডাটা ডিসপ্লে করে, যেমন নেটওয়ার্কিং, সিস্টেম রিসোর্স, কম্পোনেন্ট স্ট্যাটাস, ব্যাটারি লেভেল এবং আরো অনেক কিছু।

*পিসিকে মনিটর করার বিভিন্ন গ্যাজেট*

কখনো কখনো এসব গ্যাজেট ডুপ্লিকেট ফাংশন করে উইন্ডোজের বিল্ট-ইন টুলে। এগুলোকে আলাদাভাবে সেট করা হয়েছে, যাতে ডেস্কটপে সহজে দেখা যায়। কমপিউটার কিভাবে অপারেট করছে, তা এক ঝলকে বোঝানোর জন্য এই গ্যাজেটগুলো একত্রে দেয় এক সমৃদ্ধ তথ্য।

সিস্টেম সফটওয়্যারের সাথে লিঙ্ক করার মাধ্যমে একধাপ এগিয়ে যাওয়া হলো সবচেয়ে সেরা ধাপ। যেমন, Network Meter গ্যাজেটে এক ক্লিকে পিসির আইপি অ্যাড্রেস রিফ্রেস করা যায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ম্যানুয়ালি কানেকশনকে রিফ্রেস করতে যে সময় অপচয় হতো, তার চেয়ে অর্ধেক সময় সেভ করা সম্ভব হবে।

উইন্ডোজের অন্যান্য গ্যাজেটের মতো এই সিস্টেম মনিটরগুলো আকারে ছোট (২৬ কি.বা. থেকে ২ মে.বা. পর্যন্ত) এবং এগুলোর ফোকাস স্কোপ অনেক বেশি। এসব গ্যাজেটের বেশিরভাগই ডাউনলোড ও ইনস্টল হতে এক মিনিটের চেয়ে কম সময় লাগে এবং সিস্টেম পারফরম্যান্সে তেমন প্রভাব ফেলে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এগুলো ফ্রি ডাউনলোড করা যায়।

## সিস্টেম ওভারভিউ

উইন্ডোজ ৭-এ সফটওয়্যার কোড রয়েছে ১৫ গিগাবাইট। সুতরাং পিসির ভিতরে কি ঘটছে, তা অনুধাবন করা মোটেও সহজ কাজ নয়। তবে সিসইনফো (Syslnfo) গ্যাজেট এক্ষেত্রে দিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

## সিসইনফো

বাইডিফল্ট সিসইনফো আবির্ভূত হয় ছোট আইকন হিসেবে, যা কোনো ডাটা দেখায় না। তবে আইকনে ক্লিক করলে বিশাল প্যানেলে প্রদর্শিত হয় ব্যাপক বিস্তৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরির সিস্টেম ইনফরমেশন। এগুলোর মধ্যে মুখ্য বিষয় হলো অপারেটিং সিস্টেম ডিটেইল এবং প্রসেসরকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা, কমপিউটার ড্রাইভের ডাটা, নেটওয়ার্ক কানেকশন এবং ব্যাটারির আয়ু।

অধিকতর স্পেশালাইজড গ্যাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত সব তথ্য সিসইনফো দেয় না, যেমন নেটওয়ার্ক মনিটর। তবে এতে একটি চমৎকার ওভারভিউ, একটি আপটাইম ক্লক রয়েছে যা প্রদর্শন করে সিস্টেম স্টার্ট হওয়ার পর কতক্ষণ ধরে চলছে। আপনি পছন্দ অনুযায়ী অপশন বেছে নিতে পারেন, যাতে সিসইনফো ডেস্কটপে ডিসপ্লে করাতে পারে তার ইনফো বা ক্লিকেবল ক্যাটাগরি হেডার বা সিঙ্গেল আইকন এবং এর সাইজ ডেস্কটপে অ্যাডজাস্ট করাতে পারবেন। সিসইনফো গ্যাজেট শুধু হেডলাইন (বামে) বা সিস্টেম ডাটা) ডানে ডিসপ্লে করাতে পারে।

## নেটওয়ার্ক মিটার

*নেটওয়ার্ক মিটার*

কানেকটিভিটি সমস্যায় ভুগছেন? এমন অবস্থায় নেটওয়ার্ক মিটার গ্যাজেট ব্যবহার করতে পারেন, যা আপনার কানেকশনের ওপর নজর রাখবে। আপনি ওয়্যারড বা ওয়্যারলেস কানেকশন যাই ব্যবহার করেন না কেনো নেটওয়ার্ক মিটার গ্যাজেট সে সম্পর্কে প্রদর্শন করবে এক সমৃদ্ধ তথ্য। নেটওয়ার্ক মিটার এর স্বাভাবিক উপসংহারে গ্রহণ করে utility ধারণা। নেটওয়ার্ক মিটারে মূল নেটওয়ার্কিং ডাটা পরিপূর্ণ থাকে। এর সাথে থাকছে যেমনি বর্তমানের আপলোড ও ডাউনলোড স্পিড, তেমনি মোট মুভ হওয়া ডাটা। নেটওয়ার্ক মিটার সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আইপি অ্যাড্রেস দেখায়।

এই গ্যাজেট ওয়্যারলেস বা ওয়্যারড কানেকশন সম্পর্কে ডাটা যেমন দেখাতে পারে তেমনি ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড সম্পর্কে ডাটা প্রদর্শন করে। ত্রুটিপূর্ণ ওয়েব কানেকশনের ট্রাবলশুটিংয়ের জন্য এটি প্রথম পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে রাউটার ব্রডব্যান্ড কানেকশন বা পিসির অভ্যন্তরের কোথা থেকে শুরু করতে হবে, তা সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট করতে পারবেন।

গ্যাজেটের সাইজ, কালার স্কিম এবং কতবার নতুন ডাটা পেয়েছেন তা সমন্বয় করতে পারবেন। যেকোনো সময় লোকাল বা এক্সটারনাল আইপি অ্যাড্রেস রিফ্রেস করতে পারবেন। এর ফলে মিনিটখানেক সময় সাশ্রয় হবে। অনলাইন ব্যান্ডউইডথ চেক করার জন্য রয়েছে SpeedTest.net লিঙ্ক। নেটওয়ার্ক মিটারের সাইজ মাত্র ৭৯ কি.বা.।

## ডিসি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক

ডিসি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মনিটর দেখায় শুধু প্রাথমিক ওয়াই-ফাই স্ট্যাটাস। অন্যদিকে ডিসি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মনিটর গ্যাজেট একটি সূক্ষ্ম র‍্যাক্টাঙ্গেল বেসিক ওয়াই-ফাই যা ডেস্কটপে তেমন স্পেস দখল করে না। মূল সিগন্যাল স্ট্রেনথবারের নিচে আপনার সংযুক্তে নেটওয়ার্কের নেম যেমনি দেখা যাবে, তেমনি সিস্টেমের আইপি অ্যাড্রেস এবং প্যাডলক সিম্বল দেখা যাবে, যদি এটি হয় অ্যানক্রিপ্টেড লিঙ্ক। যারা ওয়্যারলেস কানেকশনের ওপর নজর রাখতে চান, তাদের জন্য এটি এক আদর্শ টুল। ডিসি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মনিটরের সাইজ ৪২ কি.বা.।

## ডিস্ক স্পেস অ্যান্ড-ইউসেজ

*ডিসি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মনিটর*

অবাক হচ্ছেন, আপনার হার্ডড্রাইভে কতটুকু স্পেস খালি আছে কিংবা আপনার ড্রাইভ অনেক কোঠর কাজ করছে বা অনেক গরম হয়ে যাচ্ছে দেখে? O&O DiskStat টুল এ ধরনের তথ্যসহ আরো তথ্য ডেস্কটপে নিয়ে আসে।

*ডিস্ক স্পেস অ্যান্ড ইউজেস*

O&O DiskStat-এর ডিফল্ট ডিসপ্লে ডান দিকে দেখা যায়। এতে ক্লিক করলে দ্বিতীয় স্ক্রিন (বাম) স্লাইড আবির্ভূত হবে আরো অনেক তথ্য নিয়ে। বাইডিফল্ট এই গ্যাজেট প্রদর্শন করে দুটি বৃত্তকার মানদণ্ড, প্রথমটি হলো ড্রাইভ ক্যাপাসিটির ওপর পাই চার্ট এবং দ্বিতীয়টি প্রদর্শন করে ড্রাইভের অ্যাক্টিভিটি লেভেল। যখন ড্রাইভ অলস অবস্থায় থাকে, তখন এটি প্রদর্শন করে ০%, যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে তখন দেখায় ১০০%।

যদি S.M.A.R.T ড্রাইভ মনিটরিং টেকনোলজি এনাবল থাকে আপনার সিস্টেমে, তাহলে O&O DiskStat টুল মানদণ্ডের নিচে দেখাবে হার্ডড্রাইভের তাপমাত্রা। আপনার সিস্টেমের বায়োস S.M.A.R.T. এনাবল করতে পারেন বা ব্যবহার করতে পারেন। Ariolie-এর ActiveSMART-এই টুল দিয়ে কাজ করতে চাইলে সিস্টেম রিস্টার্ট করার দরকার হয় না। এজন্য ডিস্কস্ট্যাট গ্যাজেটের যেকোনো জায়গায় ক্লিক করলে আকার দ্বিগুণ হয়, উন্মোচন করে ড্রাইভ সংশ্লিষ্ট আরো বিস্তারিত তথ্যসহ এক নতুন সেকশন। এতে সম্পৃক্ত থাকে সাইজ এবং ফ্রি। স্পেস ওঅ্যান্ডও ডিস্কস্ট্যাট এক সময়ে এক ড্রাইভ বা এক পার্টিশন পরীক্ষা করতে পারে। সেটআপ স্ক্রিনে কোন ড্রাইভকে মনিটর করবেন, তা বেছে নিন। এটি পাওয়ার জন্য ডানদিকের মাঙ্কি রেঞ্জ আইকনে ক্লিক করুন।

ওঅ্যান্ডও ডিস্কস্ট্যাট আইকন দেখতে আকর্ষণীয়। কোনো বাধা ছাড়া এটি সঠিক পরিমাণের তথ্য ডিসপ্লে করতে পারে। এই গ্যাজেটের সাইজ ১৩৪ কি.বা.।

## ড্রাইভ মিটার

ড্রাইভ মিটার মাল্টিপল ড্রাইভের জন্য ডিস্ক অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাক করতে পারে। একটি সিঙ্গেল ড্রাইভে যাদের রয়েছে মাল্টিপল হার্ডড্রাইভ বা মাল্টিপল ডিস্ক পার্টিশন, তাদের জন্য ড্রাইভ মিটার রান করানো উচিত হবে। প্রতিটি ড্রাইভে কতটুকু ডাটা ঢুকছে এবং ফলাফলস্বরূপ উদ্ভূত হচ্ছে, তা এই গ্যাজেট উপস্থাপন করে ইউটিলাইজেশনের শতকরা হিসেবে। এটি ড্রাইভের তাপমাত্রা কেমন বা কতটুকু স্পেস রয়েছে ইত্যাদির দিকে লক্ষ রাখে না, তবে এটি ডিস্ক অ্যাক্টিভিটির ওপর ভালোভাবে নজর রাখতে পারে। ড্রাইভ মিটার সর্বোচ্চ তিনটি ড্রাইভ বা পার্টিশনের ওপর যুগপৎভাবে কাজ করতে পারে। ড্রাইভ মিটারের সাইজ মাত্র ৩৩ কি.বা.।

## গ্রাফিক্সের ওপর নজর দেয়া

**জিপিইউ :** জিপিইউ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট মনিটর গ্রাফিক্স সাবসিস্টেমের ওপর নজর রাখে। জিপিইউ সাধারণ সিস্টেম গ্যাজেটের মতো নয়, এটি শুধু গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট এবং কেমনভাবে এটি রান করছে সে ব্যাপারে যত্নশীল। ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স বা আলাদা সিপিইউ সংশ্লিষ্ট হাই এন্ড সিস্টেম যাই ব্যবহার করেন না কেনো জিপিইউ মনিটর নামের গ্যাজেটটি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমস্যা নির্দিষ্ট করতে পারে, কেননা আপনার সিস্টেমের গ্রাফিক্স এবং ভিডিও সংশ্লিষ্ট বিশাল তথ্য ধারণ করে এটি।

উপরন্তু আপনার সিস্টেমে কোন এক্সেলেরেটর চিপ ব্যবহার হচ্ছে এবং সিস্টেমে কী-স্টেট যেমন ভিডিও মেমরির ব্যবহার এবং গ্রাফিক্স প্রসেসর লোড প্রদর্শন করে। জিপিইউ মনিটরস চিপ এবং গ্রাফিক্স বোর্ডের তাপমাত্রা প্রদর্শন করে। যদি গ্রাফিক্স সাবসিস্টেম অতিরিক্ত গরম হতে শুরু করে তাহলে একটি অডিও অ্যালার্মের মাধ্যমে গ্যাজেটটি আপনাকে সতর্ক করে দেবে, কিন্তু ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য অর্থাৎ ড্যামেজ প্রতিরোধের জন্য সিস্টেম শাটডাউন করে না।

*জিপিইউ মনিটর*

যারা মাঝেমধ্যে সমস্যায় পড়েন ভিডিও নিয়ে, তাদের জন্য জিপিইউ মনিটরস মূল গ্রাফিক্স প্যারামিটারের যেকোনো লগ ফাইল ধারণ করে, যেমন জিপিইউর তাপমাত্রা যদি ফ্যান অন থাকে। এর সাথে থাকছে ট্রাবলশুট করার সময়ক্ষণ। জিপিইউ মনিটরস প্রচুর ডাটা উপস্থাপন করতে পারে, যা দেখে মনে হতে পারে অতিরিক্ত। তবে আপনি তা কাস্টোমাইজ করতে পারবেন, যাতে সীমিত পরিসরে ডাটা প্রদর্শিত হয়। এক্ষেত্রে ডাটাকে আলাদা গ্রাফে প্রদর্শন করাতে পারবেন এবং পরিবর্তন করতে পারবেন গ্যাজেটের সাইজ এবং কালার কম্বিনেশন।

লক্ষণীয়, ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স সিস্টেম ব্যবহারকারীদের জন্য কখনো কখনো RivaTuner সফটওয়্যার ব্যবহার করতে প্রয়োজন হতে পারে। এটি ডাটা সংগ্রহ করে, যা জিপিইউ মনিটরস প্রদর্শন করে। এটি ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন। এর সাইজ মাত্র ১.২ মে.বা.।

## ফায়ারওয়াল স্ট্যাটাস চেক

**উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল :** উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল সেটিং পেজের ভেতরে সমাহিত করার অর্থ হচ্ছে (কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে এক্সেসযোগ্য) Public বা Private হিসেবে ফায়ারওয়াল প্রোফাইল সেট করার সক্ষমতা। এক্ষেত্রে পাবলিক হচ্ছে অনিরাপদ নেটওয়ার্ক যেমন ক্যাফে হট স্পট আর প্রাইভেট হচ্ছে আপনার নিরাপদ হোম বা বিজনেস নেটওয়ার্ক। প্রত্যেক প্রোফাইলে সম্পৃক্ত থাকে অনুমোদিত বা ব্লক করা ইনকামিং কানেকশনের একটি ভিন্ন মিশ্রণ।

অনেক ভিজিটর ঘুরে বেড়ান নিরাপদ প্রাইভেট এবং অনিরাপদ পাবলিক হট স্পটের মধ্যে দিনে কয়েকবার। এরা স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হন ল্যাপটপের মাধ্যমে। এ ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য বারবার কমপিউটার ফায়ারওয়াল সেটিংকে পাবলিক বা প্রাইভেট কানেকশনের পরিবর্তন করতে হয়, যা বেশ বিরক্তিকর কাজ। শুধু তাই নয়, এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে অনেক। এমন অবস্থায় ব্যবহার করতে পারেন উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল গ্যাজেট। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারবেন আপনি যথাযথভাবে সেটিং পরিবর্তন করেছেন।

উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল সেট প্রাইভেট বা পাবলিক কি না উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল তা জানে। আপনার প্রোফাইল সেটিং পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল মূলত তেমন কোনো সহায়তা করে না। এটি শুধু আপনার বর্তমান স্ট্যাটাস (প্রাইভেট বা পাবলিক) প্রদর্শন করে। এর সাইজ সমন্বয় করা যায় না এবং কত ফ্রিকোয়েন্টলি সিস্টেমের ফায়ারওয়াল স্ট্যাটাস চেক করা হয়েছে, তা ছাড়া এখানে কনফিগার করার মতো তেমন কিছু নেই। যখনই প্রাইভেট থেকে পাবলিক প্রোফাইল সেটিংয়ে ফায়ারওয়াল প্রোফাইল পরিবর্তন করা হয় এবং আবার ফিরে আসা হয় ভিজিটের সময় তখনই তা চিহ্নিত করে রাখে।

উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল গ্যাজেট ফায়ারওয়াল সেটিং অ্যাডজাস্ট করার পথ করে দেয় অথবা ন্যূনতম ফায়ারওয়াল সেটিং ডায়ালগ বক্সের সাথে লিঙ্ক করে। উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল প্রোফাইল গ্যাজেটের সাইজ ১১৯ কি.বা.।

## জুস মিটার

**৯ স্কিন ব্যাটারি মিটার :** যখন চালু অবস্থায় থাকবেন অর্থাৎ এসি আউটলেট থেকে দূরে থাকবেন, তখন নোটবুক ব্যাটারির পাওয়ার কতটুকু আছে তা জানা খুবই অপরিহার্য। উইন্ডোজ ৭-এ টাস্কবারে রয়েছে ব্যাটারি পরিমাপের মানদণ্ড যা লুকানো থাকে। ব্যবহারের সময় ব্যাটারির চার্জ লেভেল দেখার জন্য এতে ক্লিক করতে হবে।

এবার 9-Skin Battery Meter দিয়ে ল্যাপটপের ব্যাটারির দিকে খেয়াল করুন। এটি চমৎকার কাজ করে, মৌলিকভাবে আপনার সামনে তুলে ধরবে ব্যাটারির লেভেল। এই গ্যাজেটে রয়েছে নয়টি ভিন্ন রূপ, আপনি গ্যাজেট অপশন ওপেন করতে পারেন Option সিলেক্ট করে অথবা ডাবল ক্লিক করে নতুন একটি আনতে পারেন।

যখন সিস্টেম চার্জ হতে থাকবে, তখন গ্যাজেট সবুজ বর্ণে হবে। অন্যান্য গ্যাজেটের মতো এটিকে রিসাইজ করা যাবে না। এর সাইজ মাত্র ১.৮৯ কি.বা.। কজ

*ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com*